গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৪র্থ বর্ষ
১ম সংখ্যা

অক্টোবর-ডিসেম্বর
২০১৪ খ্রি.

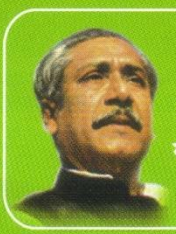

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৪৪-তম মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন যথাযোগ্য মর্যাদা ও কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করে। জাতির জনকের প্রতিকৃতি এবং সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে কর্পোরেশন জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ এ দিনটি পালন করে। এ উপলক্ষে কর্পোরেশনের সদর দফতর বর্ণিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার জাতির জনক এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বিএইচবিএফসি'র শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন। এদিন প্রত্যুষে প্রথমে তিনি ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর বেলা দশটার দিকে তিনি জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতায় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার, সদর দফতরের সকল বিভাগীয় প্রধান : উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, সাভার ও নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকাস্থ সকল জোনাল অফিসের ব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

গোলামীর বৃত্তে বন্দি বাঙালীর
অপরিমেয় রক্ত-অশ্রু-ঘাম
মিশে ছিল এদেশের কাদা-মাটি-জলে
গুমরে কেঁদেছে বহু বীরত্বের সংগ্রাম।

যুগান্তরের সে দ্রোহ-ক্ষোভ-পৌরুষ
তুলে এনে জাদুকরী ক্ষমতায়
সত্ত্বার রন্দ্রমূলে মুক্তির মন্ত্র দুর্নিবার
দ্রবীভূত করেছ তুমি অদ্ভূত মমতায়।

ধমনীর রক্ত-প্রিয়তম প্রাণ-সম্ভ্রম
অকাতরে উজাড় করে
চূড়ান্ত যুদ্ধ জয়!
১৬ ডিসেম্বর-বাংলার মানচিত্র
-একটি ইতিহাস
তোমারই সৌজন্যে সব
অন্যকারো নয়।

মহান বিজয় দিবসে জাতির জনকের
স্মৃতির প্রতি **শ্রদ্ধাঞ্জলি**

নতুন চেয়ারম্যান ও পরিচালকের যোগদান

শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদকে (সর্বডানে) ফুলেরতোড়া দিয়ে স্বাগত জানান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মাঝে), সর্ববামে মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

পরিচালনা পর্ষদে নতুন চেয়ারম্যান ও একজন পরিচালক পেয়েছে বিএইচবিএফসি। গত ৯ নভেম্বর সরকারি এক প্রজ্ঞাপনে দেশের প্রথিতযশা ব্যাংকার শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ-কে বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। জনাব আহমেদ গত ১১ নভেম্বর এ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এদিন কর্পোরেশনে পৌঁছালে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার ফুলেরতোড়া দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এসময় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকসহ উচ্চপদস্থ বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা তাঁকে শুভেচ্ছা জানান।

অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর জনাব আহমেদ ১৯৬৬ সালে ব্যাংকিং পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, ঢাকা, জনতা ব্যাংক লি., সোনালী ব্যাংক লি., বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি. ও উত্তরা ব্যাংক লি.-এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে উত্তরা ব্যাংক লি.-এর কনসালটেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এর ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং ব্যাংকিং ডিপ্লোমা এর পরীক্ষক ছিলেন। জনাব আহমেদ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ এর আজীবন সদস্য।

পেশাগত ও ব্যক্তিগত কারণে জনাব আহমেদ ভারত, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, সৌদিআরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

ভবেশ চন্দ্র পোদ্দার (বাঁ থেকে তৃতীয়)-কে বরণ করে নিচ্ছেন তৎকালীন চেয়ারম্যান (ডান থেকে তৃতীয়)

গত ২১ অক্টোবর পর্ষদের পরিচালক পদে যোগদান করেন জনাব ভবেশ চন্দ্র পোদ্দার। এদিন পর্ষদের ৪১০-তম সভার শুরুতে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ফুলেরতোড়া দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। জনাব পোদ্দার বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এ সম্মানিত সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন।

মো. ইয়াছিন আলী (মাঝে)-কে ফুলেরতোড়া দিয়ে বিদায় জানান, বর্তমান চেয়ারম্যান শেখ আমীনউদ্দিন আহমেদ (বামে) এবং ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার

বিদায় সংবর্ধনা

কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলীর বিদায়োত্তর সংবর্ধনা গত ২২ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানের পর্ষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার, মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহারসহ সদর দফতর ও জোনাল অফিস, জোন-৩ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ারের অধিকারী মো. ইয়াছিন আলীর দীর্ঘ কর্মজীবন, তাঁর অমায়িক আচরণ, প্রজ্ঞাময় পেশাজীবনের সফলতার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বক্তা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বিগত তিন বছরে কর্পোরেশনে যে পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে মো. ইয়াছিন আলীর সর্বোত দিকনির্দেশনা, অনুপ্রেরণা ও সমর্থন ছিল মর্মে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

বিদায়ী অতিথির বক্তৃতায় মো. ইয়াছিন আলী সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় বর্তমান চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ, মো. ইয়াছিন আলীর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সখ্য এবং বন্ধুতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তাঁর অমায়িক ব্যক্তি জীবনের প্রশংসা করেন। সবশেষে বর্তমান চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলীর হাতে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া এবং উপহারসামগ্রী তুলে দেন। উল্লেখ্য, মো. ইয়াছিন আলী ১৬ নভেম্বর ২০১১ থেকে ১০ নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিডিবিএল-এ চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন।

ঋণ আদায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

কর্পোরেশনের বকেয়া ঋণ আদায়ে নিয়মিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঋণ আদায় সপ্তাহ-২০১৪ পালন করা হয়েছে। বিশেষত: শ্রেণীকৃত ঋণের বকেয়া আদায়ে গত ২৫ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উদ্দেশে প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আদায় ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ টিম গঠন করে ফিল্ড অফিসে প্রেরণ করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক এবং আদায় বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক আদয় সপ্তাহ উপলক্ষে গঠিত টিমসমূহের কার্যক্রম মনিটর করেন। এছাড়া ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার এ কার্যক্রম মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে গত ২৮ অক্টোবর জোনাল অফিস, জোন-৩ এর ঋণগ্রহীতাদের সাথে বকেয়া ঋণ এবং মামলাধীন ঋণ আদায়ে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আদায় বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আফজাল করিম, জোন-৩ এর জোনাল ম্যানেজার মো. আতিকুল ইসলাম এবং উক্ত জোনের সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার সম্মানিত ঋণগ্রহীতাদের নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে আইনগত ঝামেলা পরিহারের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তিনি সর্বোত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে এবং বকেয়া আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বাত্মাক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাদের তাগিদ দেন। শ্রেণীকৃত ঋণের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার কৃতিত্ব যেকোন প্রতিষ্ঠানের জন্য গৌরবের যা কর্পোরেশন ইতোমধ্যে অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের চট্টগ্রাম জোনাল অফিস পরিদর্শন

- গ্রাহক সমাবেশে মতবিনিময়
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়
- স্টাফ কোর্টারের জমি ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার গত ১৪ থেকে ১৫ নভেম্বর বিএইচবিএফসি'র চট্টগ্রামস্থ জোনাল অফিস পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি এ অঞ্চলের গ্রাহক সমাবেশে ঋণ গ্রহীতাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি কর্পোরেশনের স্টাফকোয়ার্টারের জমি এবং পুরকৌশল সংক্রান্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। ১৫ নভেম্বর তিনি এ অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

গ্রাহক সমাবেশে ঋণ গ্রহীতাদের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার(মাঝে)

অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে ড. তালুকদার কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত (Classified) ঋণ আদায়ে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অবলম্বনের উপর পুনঃগুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নতির চলমান প্রক্রিয়ায় শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে শতভাগ সাফল্য অর্জন করতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন।

শহরের হালিশহরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জমি পরিদর্শনকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ জমিটিতে কর্পোরেশনের মালিকানা নিষ্কন্টক রাখা এবং উপযুক্ত স্থাপনা নির্মাণের বিষয়াদি পর্যালোচনা করেন। এসময় ড. তালুকদার নিজস্ব ভবনের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করনের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। সকল কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্যও তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

১ জানুয়ারি ২০১৩: কিশোরগঞ্জ রিজিওনাল অফিস উদ্বোধন করছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি (সাবেক স্পীকার) জনাব মো. আব্দুল হামিদ

১৯ জানুয়ারি ২০১৩ : গোপালগঞ্জে রিজিওনাল অফিস উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিএইচবিএফসি'র গত তিন বছরের অগ্রযাত্রা

বিএইচবিএফসি'র বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যাংকার। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে যোগদানের মধ্যদিয়ে পেশাজীবনের শুরু। তিনি যোগ্যতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যাংকিং পেশায় সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছেন। তিন ১৯৯৬ সালে নবগঠিত আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকে যোগদানের পর এ প্রতিষ্ঠানটিকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতকরণে কৃতিত্বপূর্ন অবদান রাখেন। এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০১ সালে মহাব্যবস্থাপক এবং ২০০৯ সালে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি পান। তিনি উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সরকার ২০১১ সালে তাঁকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি দিয়ে বিএইচবিএফসিতে পদায়ন করে। গত ১৩ জুলাই ২০১১ তারিখে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর তিনি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যক্রমে ব্যাপক সংস্কার এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেন। এর ফলে তিন বছরে কর্পোরেশনের ভাবমুর্তি এবং ব্যবসায় উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

২৪ মার্চ ২০১৩ : নবনির্মিত ট্রেনিং সেন্টার উ

ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার বাঙালী জাতীয়তাবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একজন মানুষ। প্রথমেই তিনি কর্পোরেশনের সদর দফতর প্রাঙ্গনে একটি শহীদ মিনার স্থাপনের উদ্যোগ নেন এবং ২০১২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নান্দনিক একটি শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ :নিজস্ব শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

শহীদ মিনার স্থাপনের মধ্যদিয়ে নির্মাণ, সংস্কার ও পুনর্গঠন কাজে শুভসুচনা। এ প্রক্রিয়ায় সদর দফতর ভবনের দক্ষিণ দিকে সুপরিসর প্রধান ফটক নির্মাণ, উত্তর দিকের পুরোনো গেইট পুনর্নির্মাণ, ৫ মে ২০১৩ এর ক্ষতি পুনর্বাসনসহ বিএইচবিএফসি স্টাফ কোয়ার্টার উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং কোয়ার্টারের ফটক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এরফলে প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাসমূহে নান্দনিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

গৃহায়ণে ঋণ সহায়তা ও সেবা সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের নীতির প্রতি অবিচল অবস্থানে থাকতে হয় বিএইচবিএফসি-কে। এ লক্ষ্যে তিন বছরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে ক্যাম্প ও রিজিওনাল অফিস প্রতিষ্ঠা, ঋণের সিলিং বৃদ্ধি, ঋণ সম্প্রসারণ প্রচারণা, দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি বন্ধকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, One Stop Service Center প্রতিষ্ঠা, Help Desk স্থাপন, তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে PO-7 সংশোধনের উদ্যোগ, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা, বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে বিশেষ কর্মসূচি অন্তর্ভূক্তকরন এমনকি বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

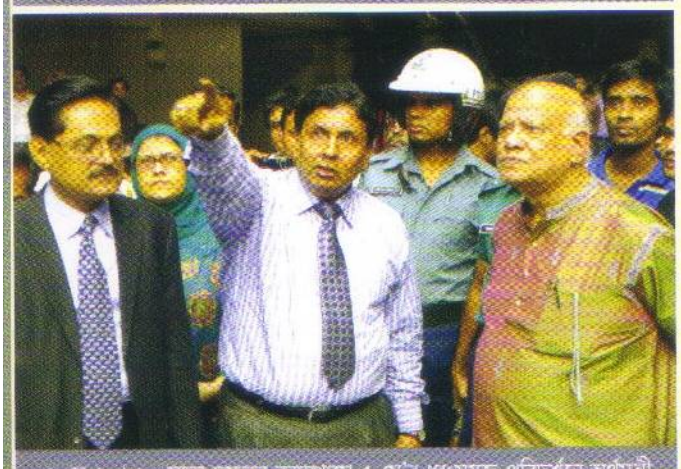

৬ মে ২০১৩ : সদর দফতর ক্যাম্পাসে ৫ মে'র ধ্বংসযজ্ঞ পরিদর্শনে অর্থমন্ত্রী

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ : ঋণ আদায়ে কৃতিত্বের সম্মাননা সনদ নিচ্ছেন একজন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক

৫ মে ২০১৩ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিলে চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুদানের চেক প্রদান

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ : ট্যাক্স-কার্ড সম্মাননা গ্রহন করছেন চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে রিজিওনাল অফিসের সুপারিশে ঋণ মঞ্জুর এবং ঋণ বিতরণে শহর ও মফস্বলের ব্যবধান হ্রাসের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিগত তিন বছরে খেলাপী ঋণ, বিশেষত শ্রেণীকৃত খেলাপী ঋণ আদায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সর্বাত্মক আদায় তৎপরতা পরিচালনা করা হয়।

ধন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

আদায় বৃদ্ধিকল্পে এসময় শুভ বাংলা নববর্ষ ও হালখাতা উদ্‌যাপন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়মিত মাঠ-অফিস পরিদর্শন ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ কর্মসূচি পরিচালনা, ২০১২ সালকে আদায় বর্ষ হিসেবে পালন, সেরা গ্রাহকদের সম্মাননা প্রদান, গ্রাহক সমাবেশ, মুক্ত আলোচনা ও সমস্যা মূল্যায়ন, আদায়ে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনকারী অফিসসমূহকে পুরস্কৃতকরন এবং শ্রেণীকৃত ঋণের বকেয়া আদায় কর্মসূচি পালন করা হয়।

ঋণ মঞ্জুর, বিতরণ ও আদায় তথা ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে সংস্কার ও গতিশীলতা অর্জনের ফলে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে উন্নতি নির্দেশক সবগুলো সূচকে। নিম্নোক্ত টেবিলে তা প্রদর্শন করা হলো।

কোটি টাকায়

সূচক	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪*
ঋণ মঞ্জুরী	৩৬৬.৬৪	৫৩৯.২৫	২৮৫.১৮
ঋণ বিতরণ	২৯৪.৮৪	৪৩৭.৪৯	৩৮৮.৯০
ঋণ আদায়	৪১৮.৭৭	৪৫১.৯৪	৪৬২.৯৬
শ্রেণীকৃত ঋণ	১৪.০৪%	৯.২৫%	৬.৫০%
মুনাফা	১৫১.৭৮	১৮৭.৬৮	১৯৪.৭৭
ঋণের স্থিতি	২৫৮৮.৪০	২৮০১.২৭	২৯৭৬.০১
কর প্রদান	৪৩.১৫	৮০.১৪	৫৪.০০

* প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী

পেশা ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও যুগোপযোগীতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সংস্কার, সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, জনবল নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা, প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা ইউনিট গঠন, যোগ্যতার মূল্যায়ন ও প্রণোদনার জন্য পদোন্নতি প্রদান, নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন, সার্ভিস রেগুলেশন যুগোপযোগীকরণ, গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা সংশোধন, কম্পিউটারাইজেশন - ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি অর্জিত হয়েছে।

দেশের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং শ্রীমঙ্গলে ৪টি রিজিওনাল অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যন্ত জেলা চুয়াডাঙ্গায় একটি ক্যাম্প-অফিস খোলা হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে কর্পোরেশনের মাঠ অফিসের সংখ্যা ৩০টি।

বিগত তিন বছরে কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস এবং মহান বিজয় দিবসের মতো জাতীয়

২৩ জুন ২০১২ : সদর দপ্তর ভবনের প্রধান ফটক উদ্বোধন করছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী

পর্যায়ে প্রতিপালিত অনুষ্ঠানসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে পালন করে আসছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের জাতীয়তাবোধের চেতনা মজবুত হওয়ার পাশাপাশি কর্পোরেশনের খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের প্রচার ও জনসংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহঋণ বার্তা নামে কর্পোরেশনের একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্রের নিয়মিত প্রকাশনা চালু রাখা হয়েছে।

এসময় সামাজিক ও মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনার্থে সিএসআর খাত চালু করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিলে অনুদান প্রদান, মেধাবৃত্তি প্রবর্তন, বিএইচবিএফসি স্টাফ কোয়ার্টার উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ ও বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির মতো জনতিহকর কার্যক্রমে অবদান রাখা হয়। চিত্তবিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ও চিত্তবিনোদন অনুষ্ঠান, বাংলা বর্ষবরণ, বনভোজন ও রিক্রিয়েশনের জন্য পর্যাপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২ এপ্রিল ২০১৩ : বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকের একটি মুহূর্ত

ধারাবাহিকভাবে যোগ্য ববস্থাপনার ফলে কর্পোরেশনের অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০-২০১১ অর্থবছরের প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ করদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্যাক্স-কার্ড সম্মাননা অর্জন করে। অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামীতে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক অর্জন ও খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

'হিসাবায়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

কর্পোরেশনের হিসাবায়ন কাজে দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর একাধিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই অংশ হিসেবে সর্বশেষে গত ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বের পর্যন্ত 'হিসাবায়ন' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ নভেম্বর কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে এ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার। মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জামিল আহমেদ এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। কোর্সটিতে মোট ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির উদ্বোধনী বক্তৃতায় শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সংরক্ষণ এবং ক্রমাগত এ সম্পদ বৃদ্ধির ব্রত নিয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের আহবান জানান। সততা, দক্ষতা এবং নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে নিজ পেশাজীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্যও প্রশিক্ষণার্থীদের পরামর্শ দেন তিনি। 'Training is a delightful journey of learning'- মর্মে উল্লেখ করে শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ আনন্দময়তার মধ্যদিয়ে কোর্সের শিক্ষা আত্মস্থকরনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্পোরেশনের হিসাবায়ন কাজের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নির্দেশ দেন। যথাসময়ে বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতি, সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত বিশুদ্ধ বিবরণী তৈরির মাধ্যমে বর্তমানকে মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রণয়নে কর্তৃপক্ষকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্যও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান কর্তৃপক্ষ কর্পোরেশনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং এটিকে একটি স্বতন্ত্র ইউনিটে পরিণত করেছেন বলে তিনি সকলকে অবগত করেন।

সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ঃ

গত ২ ডিসেম্বর 'হিসাবায়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটির সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন করে ভাল ফলাফলের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে অবসরোত্তর ছুটিতে গমনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

	নাম ও পদবী	সর্বশেষ কর্মস্থল	শেষ কর্মদিবস
	মো. জাহাঙ্গীর হোসেন উপ-মহাব্যবস্থাপক	হিসাব বিভাগ সদর দফতর ঢাকা	
	মিসেস ফাহমিদা খানম উপ-মহাব্যবস্থাপক	আইন বিভাগ সদর দফতর ঢাকা	১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.
	নজরুল ইসলাম সরকার সহকারী মহাব্যবস্থাপক	অডিট বিভাগ সদর দপ্তর ঢাকা	১২ নভেম্বর ২০১৪ খ্রি.
	মো. মোবারক হোসেন ভূইয়া সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	অডিট বিভাগ সদর দপ্তর ঢাকা	৮ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.
	মো. মাঈনুদ্দিন আহমেদ প্রিন্সিপাল অফিসার	জোনাল অফিস জোন-৫, ঢাকা	৩১ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.

	নাম ও পদবী	সর্বশেষ কর্মস্থল	শেষ কর্মদিবস
	মো. মোজাম্মেল হোসেন প্রিন্সিপাল অফিসার	সংস্থাপন বিভাগ সদর দফতর, ঢাকা	৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.
	মো. বেলায়েত হোসেন সিনিয়র অফিসার	জোনাল অফিস জোন -৫, ঢাকা	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রি.
	মো. মাহফিল উদ্দিন সিনিয়র অফিসার	রিজিওনাল অফিস টাঙ্গাইল	১৫ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রি.
	মো. আব্দুল মতিন সরকার সিনিয়র অফিসার	রিজিওনাল অফিস রংপুর	২৯ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রি.
	মো. আবুল খায়ের লিফটম্যান	ঋণ বিভাগ সদর দফতর, ঢাকা	৭ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রি.

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান :

বিএইচবিএফসি এমডি'র সম্মাননা অর্জন

সম্মাননা গ্রহন করছেন ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (বামে) সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী মজিবুল হক (ডান থেকে তৃতীয়)

গত ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জাতীয় জাদুঘর প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ইউনিট কমান্ড এর যৌথ উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় 'বঙ্গবন্ধু ও মহান বিজয় দিবস' শীর্ষক আলোচনা ও ২১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড সমন্বয় পরিষদের উপদেষ্টা ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার-কে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী মজিবুল হক, এমপি। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল জাতীয় জাদুঘর প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড এর কমান্ডার নুর ইসলাম মোল্লা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

সম্মাননাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যথেকে ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সময়ে সময়ে সনদ যাচাইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অহেতুক হয়রানির শিকার হতে হয়। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের সাথে 'মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটি ব্যবহার করে গেজেট প্রকাশের মধ্যদিয়ে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য তিনি সরকারের নিকট দাবী জানান। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নামের সাথে 'মুক্তিযোদ্ধা' খেতাব ব্যবহারের স্বীকৃতি দাবীর বিষয়টি সমর্থন ও প্রশংসা করে একাধিক মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্টজন বক্তব্য রাখেন।

বিএইচবিএফসি'র পরিকল্পিত আবাসন প্রকল্প : স্বল্প সুদে পাবেন গৃহঋণ

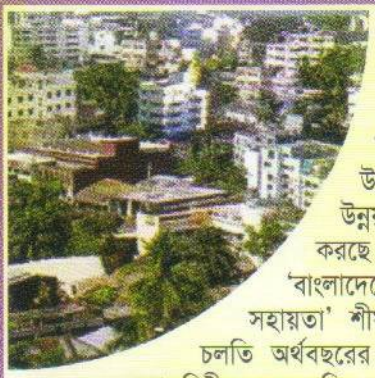

দেশের কৃষি জমি রক্ষা ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে বিএইচবিএফসি। পল্লী এলাকার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগণের জন্য বহুতল উন্নত আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) নিয়ে কাজ করছে কর্পোরেশন।

'বাংলাদেশে পল্লী আবাসনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা' শীর্ষক কর্পোরেশনের এ প্রকল্প প্রস্তাবটি চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রস্তাব হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ গত ২৫ সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও কর্পোরেশনের মধ্যে এ বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পটিকে সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। আবাদী জমি রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে এটি সহায়ক বলেও সভায় উল্লেখ করা হয়।

প্রকল্পটিতে সরকারি অর্থায়ন হবে ৩১৩.০২ কোটি টাকা। এ পরিমাণ অর্থে প্রথম পর্যায়ে পল্লী এলাকায় মোট ৩৭৫টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রতি ভবনে ইউনিট সংখ্যা হবে ৮টি। সেমতে ৩ হাজারটি হাউজিং ইউনিটে অন্তত ১৮ হাজার মানুষ উন্নত আবাসন সুবিধা ভোগ করবে।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার ২০১৩ সালের ১৯ জানুয়ারি গোপালগঞ্জে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে প্রথম ভূমি-সাশ্রয়ী এ প্রকল্পের ধারণা ব্যক্ত করেন। পরে উন্নয়ন প্রকল্প আকারে তা সরকারের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হয়।

এ প্রকল্প মতে, প্রতিটি গৃহ-ইউনিট নির্মাণে একজন গ্রহীতা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। ঋণের সুদের হার হবে বার্ষিক ৬ শতাংশ। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ২০ বছর। প্রতি এক লক্ষ টাকায় মাসিক কিস্তির পরিমাণ হবে ৭১৭ টাকা। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের শর্তে ১০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সর্বসাকুল্যে পরিশোধ করতে হবে মাত্র ১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৮শ' টাকা।

২৫ সেপ্টেম্বরের এতদসংক্রান্ত সভায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পটির পলিসি নির্ধারণে ৮ সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে। সভায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময়কাল ৫ বছর। সরকার এ প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে ১০ কোটি এবং পরবর্তী প্রতি অর্থবছরে ৭৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার ঋণ ছাড় করবে মর্মে সভায় সুপারিশ করা হয়।

জাতীয় অগ্রগতিতে সরকারের উন্নয়ন রূপকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ প্রকল্পের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। ফলে, প্রকল্পটিতে অর্থ বিভাগের দ্রুত সম্মতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্পোরেশনের ঋণ প্রদানে শহর ও মফস্বলের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে এনেছেন। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এ ব্যবধান আরও কমবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গ্রামীন আবাসনে সরকারি সহায়তা সম্প্রসারণে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

শোক বার্তা

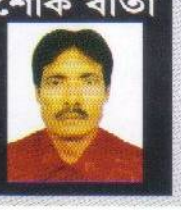

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন, জোনাল অফিস, রাজশাহীর গাড়ি চালক মো. মতিউর রহমান গত ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১১:৫০ টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব মতিউর রহমান ১৯৬৮সালের ১৫ জুলাই রাজশাহী শহরের হোসেনীগঞ্জ মহল্লায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ১৯৯৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর কর্পোরেশনের চাকুরিতে যোগদান করেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। মরহুম মতিউর রহমান স্ত্রীসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। বিএইচবিএফসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাচ্ছে।

চট্টগ্রামে আবাসন মেলায় বিএইচবিএফসি

চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে (বাংলাদেশ রিয়েল এস্টেট ডিরেক্টরি) বিডি-রেড আবাসন মেলা-২০১৪-এ অংশ নিয়ে উৎসাহজনক সাড়া পেয়েছে বিএইচবিএফসি। গত ১৩ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ মেলায় বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী কর্পোরেশনের স্টল পরিদর্শন করেন। কর্পোরেশনের ফ্ল্যাট ঋণ সম্পর্কে দর্শনার্থীদের মধ্যে ছিল বিপুল আগ্রহ। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদারের ব্যক্তিগত আগ্রহে এ মেলায় অংশ নেয় বিএইচবিএফসি। তিনি গত ১৪ ও ১৫ নভেম্বর মেলায় কর্পোরেশনের স্টল পরিদর্শন করেন। এ মেলায় মোট চল্লিশটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং ঋণদানকারী হিসেবে বিএইচবিএফসি-ই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কর্পোরেশনের ঋণের স্বল্প সুদ এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধ পদ্ধতি এ ঋণের প্রতি সকলকে আগ্রহী করে তোলে। মেলার আয়োজক ও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিএইচবিএফসি'র ফ্ল্যাট ঋণ প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ ছাড় করনের উপর গুরুত্বারোপ করে।

পর্ষদে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুমোদন

গত ২১ অক্টোবর পর্ষদের ৪১০-তম সভা পর্ষদ চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্যসূচির ২ নম্বর দফায় উত্থাপিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী, কর্পোরেশনের ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনান্তে তা অনুমোদন ও স্বাক্ষর করা হয়। পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক মহোদয় এসময় উপস্থিত ছিলেন।

দুটি নিরীক্ষা ফার্ম ঃ যথাক্রমে মেসার্স এস.এইচ খান এ্যান্ড কোং ও মেসার্স সাহা-মজুমদার এ্যান্ড কোং এ অর্থবছরের বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি রিপোর্ট নিরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করে। ফার্মদ্বয়ের নির্বাহীবৃন্দও সভায় উপস্থিত ছিলেন। পর্ষদ অডিট কমিটির ২৬-তম সভায় পর্যালোচনা এবং গত ১৪ জুলাই বিএইচবিএফসি, মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অডিট ফার্ম-এর যৌথ সভার মধ্যদিয়ে এ প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত হয়। পর্ষদে অনুমোদিত এ অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে কর্পোরেশন ১৮৭.৬৮ কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করে যা পূর্ববর্তী অর্থবছর অপেক্ষা ৩৫.৯০ কোটি টাকা বেশি। এ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকৃত ঋণ প্রায় ৪.৭৯ শতাংশ কমে ৯.২৫ শতাংশে দাঁড়ায়। এ অর্থবছরে ব্যাড-ডেব্‌ট রিজার্ভ বা কু-ঋণ সঞ্চিতি কমেছে ১৮.২০ কোটি টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছর শেষে বিএইচবিএফসি'র মোট সম্পদের পরিমান ছিল ৩৪০৭.০৪ কোটি টাকা এবং এ অর্থবছরে কর্পোরেশন সরকারি কোষাগারে ৮০.১৪ কোটি টাকার অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করে।

অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে উন্নতির ধারা অব্যাহত

চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ব্যবসায়িক সাফল্যের ধারা অব্যাহত আছে। এ অর্থ বছরের অর্ধবার্ষিক (প্রভিশনাল) হিসাব সমাপ্তির কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। হিসাব সমাপ্তির এ রিপোর্ট থেকে ব্যবসায়িক অগ্রগতির এ তথ্য পাওয়া যায়।

এসময় তহবিল স্বল্পতার কারণে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্র অর্জিত হয়নি। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে পারফমেন্স সন্তোষজনক হওয়ায় মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ছয় মাসে কর্পোরেশনের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ৮৭.৯১কোটি টাকা। ২০১৩ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালের অর্জনের সাথে ২০১৪ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালের তুলনামূলক একটি চিত্র পার্শ্ববর্তী টেবিলে প্রদর্শন করা হলো।

কোটি টাকায়

সূচক	জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৩	জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৪	প্রবৃদ্ধির হার
ঋণ মঞ্জুরি	২২২.২০	১৭৬.৫২	-২০.৫৬%
ঋণ বিতরণ	২২৫.৯৭	১৩০.৩৩	-৪২.৩২%
ঋণ আদায়	২০০.৪৫	২২০.৭৬	১০.১৩%
শ্রেণিকৃত ঋণের হার	৭.৯৬ %	৬.২৯%	২০.৯৮%
ঋণের স্থিতি	২৯২৯.৮৪	৩০০৫.১৪	২.৫৭%
মুনাফা অর্জন	৮৫.৭৬	৮৭.৯১	২.৫১%

খ্রিস্টীয় নববর্ষ ২০১৫ এর শুভেচ্ছা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পৃষ্ঠপোষক ঃ আফরোজা গুল নাহার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
সম্পাদক মন্ডলী ঃ ড. দৌলতুন্নাহার খানম, উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net, Web : www.bhbfc.gov.bd